WELCOME

পরিচয়

মোঃ কবির হোসেন
প্রভাষক (অর্থনীতি)
বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)

সম্পদ

সম্পদ হলো গেন সমস্ত জিনিস বা দ্রব, যেগুলো পেতে চাইলে অর্থ ব্যয় করতে হয়। অন্যভাবে এসব দ্রব্যগুলোকে অর্থনৈতিক দ্রব্য বলে।

অর্থনীতিতে কোন দ্রব্যকে সম্পদ বলতে হলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান থাকতে হবে-

- উপযোগ
- অপ্রাচুর্যতা
- হস্তান্তরযোগ্যতা
- বাহ্যিকতা

সম্পদের শ্রেণীবিভাগ

উৎস বা উৎপত্তির দিক থেকে সম্পদ তিন প্রকার। যথা-

প্রাকৃতিক সম্পদ

মানবিক সম্পদ

উৎপাদিত সম্পদ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পদ

কৃষি সম্পদ
চাষযোগ্য জমি - ৯০,৯৯০
কৃষি নির্ভরশীলতা - ৬৩%
জাতীয় আয়ে ভূমিকা ১৬%
প্রধান ফসল ধান,গম, ডাল, আলু, তৈলবীজ, পাট, ইক্ষু, চা, তামাক, রেশম ছাড়াও আরো অনেক ফসল উৎপাদিত হয়।

খনিজ সম্পদ
প্রাকৃতিক গ্যাস - ২৬ টি (২০১৬)
মোট মজুদ - ৩৮.০২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট
বর্তমানে উত্তোলন - ২০ টি
অন্যান্য সম্পদ- চুনাপাথর, চীনামাটি, কয়লা, কঠিন শিলা, সিলিকা বালু, গন্ধক, খনিজ তেল, তামা

বনজ সম্পদ
বনভূমি প্রয়োজন - ২৫ ভাগ
বাংলাদেশে আছে- ১১.১ ভাগ
বাংলাদেশে বিদ্যমান বনভূমি- সুন্দরবন, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি, সিলেটের বনভূমি, দিনাজপুর ও রংপুরের বনভূমি।

প্রাণিজ সম্পদ
বাংলাদেশে বিদ্যমান পশু- পাখি
গৃহপালিত- গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, হাঁস, মুরগি ।
বন্যপ্রাণি- বাঘ,হাতি, হরিণ, বানর ।এছাড়াও আমাদের নদ-নদী, বিল, হাওর, পুকুর, জলাশয় এবং বঙ্গোপসাগরে বিভিন্ন রকম মাছ পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পদ

শক্তি সম্পদ
কয়েকটি উৎস থেকে শক্তি পাওয়া যায়- কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, পানি, আণবিক শক্তি, সৌর শক্তি।

পানি সম্পদ
উৎসঃ নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর ও সমুদ্র বৃষ্টিপাত এবং ভূ- গর্ভস্থ পানি

সুযোগ ব্যয় ও চয়ন

সুযোগ ব্যয়

একটি জিনিস পাওয়ার জন্য অন্য একটি জিনিসকে ত্যাগ করতে হয়- এই ত্যাগকৃত পরিমাণই হলো অন্য দ্রব্যটির সুযোগ ব্যয়। সাধারণত নানারকম সুযোগ ব্যয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ সুযোগ ব্যয়টিকেই অর্থনীতিতে সুযোগ ব্যয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

চয়ন

অর্থনীতিতে সম্পদের স্বল্পতার কারণে আমাদের সামনে অনেকগুলো অভাব একসাথে দেখা দেয়। কিন্তু সবগুলো অভাব একসাথে পূরণ করা সম্ভব না। তাই এই অভাবগুলোর মধ্যে আমাদের গুরুত্ব অনুযায়ী অভাবগুলো বাছাই করতে হয়। অনেক অভাব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অভাবগুলো বাছাই করাকেই অর্থনীতিতে চয়ন বলে।

আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

আয়

উৎপাদনের কোনো উপাদান ব্যবহারের জন্য উপকরণটির মালিক একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে অর্থ পায়, তাকে আয় বলে। শ্রমের জন্য প্রাপ্ত আয়কে মজুরি বলে। জমির জন্য প্রাপ্ত আয়কে খাজনা বলে। ঋণ বা পুঁজি ব্যবহারের জন্য পুঁজির মালিককে যে সুদ দেওয়া হয়- সেটি তার আয়। এয়াড়া উদ্যোক্তা সব খরচ মিটিয়ে যে আয় করেন, সেটিকে মুনাফা বলা হয়।

সঞ্চয়

মানুষ যা আয় করে তার সব অংশই ব্যয় করে না। ভবিষ্যতের কথা ভেবে মানুষ তার আয়ের কিছু অংশ জমা রাখে। এই রেখে দেওয়া অংশের নাম সঞ্চয়। S = Y-C যেখানে, Y = আয় S = সঞ্চয় C= বিনিয়োগ

বিনিয়োগ

মানুষ তার সঞ্চিত অর্থ যখন উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হয়, তখন তাকে বিনিয়োগ বলে। বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়।

অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলী

অর্থনৈতিক কার্যাবলী

মানুষ জীবিকা সংগ্রহের জন্য যে কার্যাবলী করে থাকবে তাকে অর্থনৈতিক কার্যাবলী বলা হয়।

অ- অর্থনৈতিক কার্যাবলী

যে সমস্ত কর্মকান্ডের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না এবং তা জীবনধারনের জন্য ব্যয় করা যায় না তাকে অ-অর্থনৈতিক কার্যাবলী বলা হয়।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলী

কৃষি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যাবলী

কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কার্যাবলী

আপনার জিজ্ঞাসা

ধন্যবাদ